সংগ্রাম থেকে স্বাবলম্বিতা: মালার জীবনের নতুন গল্প

একসময় স্বামী ও একমাত্র সন্তানকে নিয়ে মালার জীবন ছিল আনন্দ ও স্বপ্নে ভরা। তাঁর স্বামী ছিলেন একজন সফল ব্যবসায়ী। ঢাকার চকবাজারে তিনি একটি কসমেটিকসের দোকান পরিচালনা করতেন। চীন থেকে কসমেটিকস পণ্য এনে তিনি দোকানে বিক্রি করতেন। ব্যবসাটি ভালোই চলছিল, আর পরিবারটিও স্বচ্ছন্দে দিন কাটাচ্ছিল।

কিন্তু হঠাৎ এক ভয়াবহ ঘটনা তাঁদের জীবনে নেমে আসে। বিদেশ থেকে পন্য আনার জন্য তার স্বামী এজেন্টকে ১২ লাখ টাকা প্রদান করেন কিন্তু এজেন্ট পন্য সরবরাহ না করে পুরো টাকা আত্মসাৎ করে। এই বিশাল ক্ষতি তাঁদের পরিবারের ওপর গভীর আঘাত হানে। মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন মালার স্বামী। কিছুদিন পর তিনি স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। প্রায় ১২ বছর আগে ঘটে যাওয়া সেই মৃত্যু মালার জীবনকে এক মুহূর্তে বদলে দেয়। ব্যবসা শেষ হয়ে যায়, হারিয়ে যায় পরিবারের স্বপ্ন ও নিরাপত্তা। মালা হয়ে পড়েন একা—একজন বিধবা মা, যার একমাত্র অবলম্বন তাঁর সন্তান।

মালা পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলেন। তাই নতুন করে চাকরি খোঁজার সুযোগও তাঁর ছিল সীমিত। সংসার চালানোর জন্য তিনি অন্যের কাপড় সেলাই করতে শুরু করেন। কিন্তু সেই সামান্য আয় দিয়ে সংসার চালানো ছিল অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু তিনি হাল ছাড়েননি। বেঁচে থাকার তাগিদে মালা শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলে যান, যেখানে বাড়িভাড়া ও জীবনযাত্রার খরচ তুলনামূলক কম।

নিজের আগ্রহ ও চেষ্টা থেকে মালা, পুঁতির মালা তৈরি করা শিখে নেন। সামান্য পুঁজি দিয়ে ঘরে বসেই ছোট পরিসরে পুঁতির মালা তৈরি শুরু করেন। স্থানীয় দোকানগুলোতে সেগুলো বিক্রি করতে থাকেন। ধীরে ধীরে তিনি বুঝতে পারেন—আরও বেশি উৎপাদন করতে পারলে এই কাজই তাঁর জীবিকার একটি স্থায়ী ভিত্তি হতে পারে।

এই সময় তিনি People's Oriented Program Implementation (POPI)-এর সঙ্গে যুক্ত হন এবং সদস্য হন। POPI থেকে প্রথমে তিনি ৮০ হাজার টাকা ঋণ নেন। সেই ঋণ দিয়ে ব্যবসায় বিনিয়োগ করে ধীরে ধীরে উৎপাদন বাড়াতে থাকেন। সময়মতো ঋণ পরিশোধ করে পর্যায়ক্রমে তিনি ২ লাখ, ৩ লাখ এবং শেষ পর্যন্ত ৫ লাখ টাকা ঋণ নেন। প্রতিটি ঋণ তাঁর ব্যবসাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিতে সহায়তা করে।

আজ মালার সেই ছোট উদ্যোগটি একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। তাঁর ব্যবসায় এখন তিনজন পূর্ণকালীন কর্মী কাজ করেন। পাশাপাশি স্থানীয় আরও কয়েকজন নারীও তাঁর সঙ্গে কাজের সুযোগ পাচ্ছেন। বর্তমানে তাঁর মাসিক বিক্রি প্রায় ৫ লাখ টাকা। মাসিক কিস্তি পরিশোধ এবং ২০ হাজার টাকা সঞ্চয় করার পরও তিনি প্রায় ৬০-৭০ হাজার টাকা আয় করতে পারেন। নিজের ভবিষ্যৎকে আরও নিরাপদ করতে তিনি ইতোমধ্যে এক টুকরো জমিও কিনেছেন।

মালার একমাত্র ছেলেও এখন তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে। সে গ্রাফিক ডিজাইনে ডিপ্লোমা করছে এবং পড়াশোনার পাশাপাশি মাকে ব্যবসায় সহযোগিতা করছে। মা ও ছেলে—দুজনের চোখেই এখন একটি সুন্দর ও স্বাবলম্বী ভবিষ্যতের স্বপ্ন।

সংগ্রাম থেকে স্বাবলম্বিতা: মালার জীবনের নতুন গল্প

মালার গল্প শুধু একটি ক্ষুদ্র ব্যবসা বড় হয়ে ওঠার গল্প নয়। এটি একজন নারীর ভেঙে পড়া জীবন থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প। এটি সাহস, অধ্যবসায় এবং নিজের ওপর বিশ্বাস রাখার গল্প। মালা বিশ্বাস করেন, জীবনে যত কঠিন পরিস্থিতিই আসুক, দৃঢ় সংকল্প, পরিশ্রম ও সঠিক সুযোগ থাকলে একজন মানুষ আবারও নিজের জীবন গড়ে তুলতে পারে।

আজ তিনি কৃতজ্ঞ POPI-এর প্রতি—কারণ POPI থেকে পাওয়া ঋণ শুধু তাঁর ব্যবসার পুঁজি হয়নি; এটি তাঁকে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে এবং নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহস দিয়েছে।

মালার জীবন আমাদের মনে করিয়ে দেয়—

“পরিস্থিতি মানুষকে থামিয়ে দিতে পারে, কিন্তু দৃঢ় সংকল্প থাকলে মানুষ আবারও ঘুরে দাঁড়াতে পারে।”

মালা আজ শুধু নিজের পরিবারের জন্য একটি টেকসই জীবিকা তৈরি করেননি; তিনি অন্য নারীদের জন্যও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করছেন। তাঁর ছোট উদ্যোগ আজ হয়ে উঠেছে আশা, আত্মনির্ভরতা ও নতুন সম্ভাবনার একটি গল্প।